শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

বামাশিবো/প্রশা/পিরোজপুর-১০০/ ২৮৬৭ তারিখঃ ০৩/০৭/২০১৭ খ্রিঃ।

MC 16694

বিষয়ঃ তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলাধীন পত্তাশী হাছানিয়া দাখিল মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে সুপার পদে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ এনে ১ম স্থান অধিকারী জনাব মোঃ এমদাদুল হক, পিতাঃ মৃত আশরাফ আলী খান একখানা অভিযোগপত্র অত্র বোর্ডে দাখিল করেন (কপি সংযুক্ত)। অভিযোগপত্রে সুপার নিয়োগে ১ম স্থান অধিকারীকে নিয়োগ না দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে ৩য় স্থান অধিকারীকে নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ডকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গত ১৫/০৬/২০১৭খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের সময় দিয়ে কারণ দর্শানো পত্র দেয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ইতোমধ্যে ছাত্র অভিভাবক জনাব আব্দুল আলিম হাওলাদার অত্র বোর্ডে আরো একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন, যাতে অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্ত কতিপয় শিক্ষকের জন্য ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

বর্ণিত অবস্থায় উল্লিখিত অভিযোগসমূহের সরজমিনে তদন্তপূর্বক সার্বিক বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ একটি প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রদানের জন্য অত্র বোর্ডের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ৬ (ছয়) পাতা।

03.07.17
প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ ১। জনাব মোঃ হোসেন, উপ-পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
২। জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন), বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বামাশিবো/প্রশা/পিরোজপুর-১০০/ ২৮৬৭ তারিখঃ ০৩/০৭/২০১৭ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য
১। জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার, পিরোজপুর।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর ।
৪। সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, পত্তাশী হাছানিয়া দাখিল মাদরাসা, পোঃ পত্তাশী, উপজেলাঃ ইন্দুরকানী, জেলাঃ পিরোজপুর।
৫। ভারপ্রাপ্ত সুপার, পত্তাশী হাছানিয়া দাখিল মাদরাসা, পোঃ পত্তাশী, উপজেলাঃ ইন্দুরকানী, জেলাঃ পিরোজপুর।
৬। জনাব মোঃ এমদাদুল হক, পিতাঃ মৃত আশরাফ আলী খান, গ্রামঃ দেপাড়া, পোঃ কে দেপাড়া, উপজেলা+জেলাঃ বাগেরহাট।
৭। জনাব আব্দুল আলিম হাওলাদার, ছাত্র অভিভাবক, পত্তাশী হাছানিয়া দাখিল মাদরাসা, পোঃ পত্তাশী, উপজেলাঃ ইন্দুরকানী, জেলাঃ পিরোজপুর।
৮। পি এ টু চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার/পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৯। অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

E:\Md.Mamun-Ar-Rashid\Committee\2017\Pirojpur\Pirojpur-100.Doc

তারিখ : ০৮/০৫/২০১৭

বরাবর

সচিব,
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা, বাংলাদেশ

বিষয় : সুপার পদে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেও নিয়োগ পত্র না পাওয়া প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলাধীন পত্তাশী হাছানিয়া দাখিল মাদ্‌রাসায় সুপার পদ দীর্ঘ দিন যাবৎ শূন্য থাকায় মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ সুপার পদে নিয়োগ দানের জন্য জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিলে অন্যান্য প্রার্থীর ন্যায় আমিও আবেদন করি। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মতে গত ২৬/০২/২০১৭ ইং তারিখ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ পরীক্ষায় ১১জন প্রার্থীর মধ্যে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি প্রথম স্থান অধীকার করিয়াছি। কিন্তু নিয়োগ বোর্ড নির্ধারিত তারিখে ফলাফল না দিয়ে পরবর্তীতে জানানো হবে বলে আমাদেরকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে জানতে পারি মাদ্‌সার ভারপ্রাপ্ত সুপার, স্থানীয় ২/১ জন শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির কয়েকজন সদস্য আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে ৩য় স্থান অধিকারীকে নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ডকে চাপাচাপি করে। যার জন্য নিয়োগ বিলম্বিত হচ্ছে। যাহা সম্পূর্ণরূপে আইনের পরিপন্থি। আমি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া যদি নিয়োগ না পাই তাহা হইলে একদিকে যেমন আমার ও আমার পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে; তেমনি দেশে আইন বলিয়া কিছুই থাকিবে না।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, আমি যাহাতে উক্ত পদে নিয়োগ পাইতে পারি তাহার বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে মর্জি হয়।

বিনীত
নিবেদক

(মোঃ এমদাদুল হক)
পিতা-মৃত আশরাফ আলী খান
মাতা-কুলসুম বেগম
গ্রাম-দেপাড়া, পোষ্ট- কে, দেপাড়া, উপজেলা ও জেলা- বাগেরহাট।

সংযুক্ত :

১. পরীক্ষা অংশগ্রহণের সাক্ষাতকার পত্রের ফটোকপি।

সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালায়, ঢাকা।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

পত্তাশী হাসানিয়া দাখিল মাদরাসা

ডাকঘরঃ পত্তাশী, উপজেলাঃ ইন্দুরকানী, জেলাঃ পিরোজপুর

EIIN NO- 102977 মাদ্রাসা কোড- ১৬৬৯৪, স্থাপিতঃ ১৯৭৮

রক নং তারিখঃ................

কঃ এম,এ কালাম

সভাপতি

পত্তাশী হাসানিয়া দাখিল মাদরাসা

ডাকঘরঃ পত্তাশী, উপজেলাঃ ইন্দুরকানী, জেলাঃ পিরোজপুর।

কঃ মোঃ এমদাদুল হক.............

....

গ্রামঃ পূঃ দেশান্তরা পোঃ কেঃ দেশান্তর উপজেলাঃ বরহেরহাট জেলাঃ বাগেরহাট

য়ঃ পত্তাশী হাসানিয়া দাখিল মাদরাসায় সুপার পদে নিয়োগ পরীক্ষা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জনানো যাচ্ছে যে, আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে আগামী /০২/২০১৭খ্রীঃ রোজ রবিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস নেছারাবাদ রূপকাঠি), পিরোজপুর এর কার্যালয়ে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত পরীক্ষায় মূল সনদও সকল জ পত্র সহ যথা সময় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হল।

দ্রঃ নিয়োগ পরীক্ষায় কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবেনা।

এম, এ, কালাম ২৫/১/১৭ইং

এম এ কালাম

সভাপতি

পত্তাশী হাসানিয়া দাখিল মাদরাসা

ডাকঘরঃ পত্তাশী, উপজেলাঃ ইন্দুরকানী,

জেলাঃ পিরোজপুর।

তারিখ : ০২/০৬/২০১৭ইং

বরাবর,
চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ মাদ্রারা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিষয় : **অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্ত কতিপয় শিক্ষকের জন্য ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা প্রসঙ্গে।**

মহাত্মপ,

বিনীত নিবেদন এই যে, পত্তাশী হাছানিয়া দাখিল মাদ্রাসা পিরোজপুর জেলাধীন ইন্দুরকান্দী উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সফলতার সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে অবৈধ ভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত কতিপয় শিক্ষকের কারণে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে দাড়িয়েছে। মহোদয়ের অবগতির জন্য কিছু বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। সহ-সুপার থাকার পরও নিয়ম বহির্ভূতভাবে একজন জেনারেল শিক্ষক জনাব সুলতান আহম্মেদকে শিক্ষকদের দাবির কারণে ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অবৈধ ভারপ্রাপ্ত প্রধান মাদ্রাসার কয়েকজন শিক্ষকের যোগসাজসে বিভিন্ন অনিয়ম কার্যক্রম করে প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

২। নিয়ম মাফিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ডিজির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সুপার নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরেও নির্বাচিত সুপারকে যোগদানে বাধা প্রয়োগ করে তারা তাদের অবৈধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

৩। অবৈধ দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব সুলতান আহম্মেদ জুনিয়র সহকারী শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে কিন্তু তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সনদ সঠিক নয়। বর্তমানে সে সিনিয়র শিক্ষকের বেতন ভোগ করে কিন্তু তাহার পদায়নের কোন রেজুলেশন নাই।

৪। জনাব কবির খাঁন বিপিএড শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেও বিপিএড সনদ ছিল না এবং সেই নিয়োগ বোর্ডের অন্য প্রার্থীরা বিপিএড পাস ছিল না।

৫। মাদ্রাসার সুপার নিয়োগে ভারপ্রাপ্ত সুপারসহ কয়েকজন শিক্ষক লক্ষ লক্ষ টাকা উৎকোচের বিনিময়ে ৩য় স্থান অধিকারী ঐ মাদ্রাসার শিক্ষককে নিয়োগের জন্য কমিটির কিছু সহজ-সরল সদস্যকে ভুল বুঝিয়ে তাহার পক্ষে নেয়। তাহাদের এই কার্যক্রমে বাধা দিলে শিক্ষকরা নিয়োগবোর্ড বাতিল বলে একটি রেজুলেশন করে যাহা সম্পূর্ণ বে-আইনি। কারণ নিয়োগ বোর্ডে ১১ জন প্রার্থীর মধ্যে ০৪ (চার) জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

৬। মাদ্রাসার অনেক জমি ও অন্যান্য আয় থাকা সত্ত্বেও কিছু শিক্ষকের কারণে আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব দেয় না এবং কোন ভাউচার নাই।

৭। গত ২ বছর পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী মৌ: মোঃ বশির উদ্দীন এর নিকট থেকে মাদ্রাসার কাজের কথা বলে ৫ লক্ষ টাকা নেয় তাহার কোন হিসাব কেহই জানে না।

অতএব, জনাবের নিকট আকুল আবেদন যে, ঐতিহ্যবাহী পত্তাশী হাছানিয়া দাখিল মাদ্রাসাটি যাহাতে ভালোভাবে চলে এবং নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন সুপার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে তাহার সু-ব্যবস্থা করবেন।

আঃ হালিম

আঃ হালিম হাওলাদার
ছাত্র অভিভাবক
পত্তাশী হাছানিয়া দাখিল মাদ্রাসা
পত্তাশী, ইন্দুরকান্দী, পিরোজপুর।